৭।৩।২০০৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩......

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষা বিষয়ে দু'টি কথা

মকবুলা পারভীন

আমাদের পত্রিকাতে প্রায়ই বেসরকারী শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা না পাওয়ার বিষয় নিয়ে চিঠি ছাপা হচ্ছে। শিক্ষকরাও মানুষ এবং তাদের সমাজে চলতে হয়, ভাত-পানি খেতে হয়, চিকিৎসা, পরিবারের ভরণ-পোষণ সবকিছুই সম্পন্ন করতে হয়। শিক্ষকদের অভিযোগ হচ্ছে, তারা সময়মতো কখনো তাদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশটুকু পান না। এমনও হয়, মাসের পর মাস তাদের বেতনের অপেক্ষায় থাকতে হয়। ফলে সময়ে কোন কাজই সম্পন্ন করতে পারেন না। তাদের অবস্থা সংকুল হয়ে ওঠে। ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনাই তাদের প্রাপ্য বলে শিক্ষকদের লেখা চিঠিতে অভিযোগ ফুটে ওঠে।

বেসরকারী শিক্ষকদের এই অপমানগ্রস্ত অবস্থা বিগত লীগ সরকারের আমলেই তীব্র হয়েছে। লীগ সরকার তাদের বেতন-ভাতা নিয়ে বেশী অবিচার চালায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ 'শিক্ষকদের প্রতি মাসের বেতন প্রতি মাসে দেয়া হবে'- এই ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা সত্ত্বেও বেতনের বিলম্বিতা কাটেনি। ৩/৪ মাস পরপর বেতন পেতে হচ্ছে শিক্ষকদের। এক তথ্যে জানা গেছে, ১৯৯৬-এর নির্বাচনের আগে বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিক্ষকদের তাঁর দলের পক্ষে কাজ করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। এই গণতান্ত্রিক দেশটির ভাগ্য পরিহাস এটিই যে, ক্ষমতায় আসার আগে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক অঙ্গীকার দেয়া হয় এমনভাবে যেন তা পূরণ হবে অব্যর্থভাবে, কার্যতঃ এগুলোর বেশীর ভাগ ভুয়া বা ধোঁকা। বর্তমানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক মাঠে আবার শিক্ষকদের ব্যাপারে ঐ একই রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন পূর্ব প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তাঁর দায়িত্বশীল ভূমিকা দেখা যায়নি। বহু আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষকদের চোখের পানি ফুরায়নি। তারা জাতির ভাগ্যাকাশে স্বল্পকালের জন্য উদিত সুসময়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে নিয়মিত বেতন-ভাতার আবেদন-নিবেদন জানিয়ে যাচ্ছেন। দেশে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষক সমাজের প্রতি দরদী মনোভাব প্রদর্শন কাম্য। প্রতিদিন সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে আর্ত-অসহায় সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বিপন্ন শিক্ষকদের চিঠিপত্রের সারি বাড়ছে। প্রতিশ্রুতি প্রতারিত শিক্ষকদের বেতন যথাসময়ে প্রদানের বিষয়টি কলমের এক খোঁচায় সম্পন্ন করা যায়। অথচ এদেশে শিক্ষার বাহকদের অকল্পনীয় দুরবস্থার সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে দুরাচার, দস্যু, বদমাশদের রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করা হয়। বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন প্রদানে অযথা বিলম্ব সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থারও মারাত্মক ক্ষতি করে একথা বিবেচনা করে সমস্যাটির সমাধান আশা করা যাচ্ছে।

এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েও বহু কথা হয়েছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ দিতে বদ্ধপরিকর- এরকম প্রচারণা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য এখনো তেমন অর্জিত হয়নি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষক সঙ্কট, স্কুল ভবন সঙ্কট, আসবাবপত্র সঙ্কট, ছাত্র ঝরে পড়া সঙ্কট- ইত্যকার সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে থেকেই গেছে। সরকারপক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ৫/৬ থেকে ১০/১২ বছর বয়স পর্যন্ত যারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে তারা পাঠ্যবই ও সংবাদপত্র পাঠ, চিঠি লেখা ও হিসাব-নিকাশ করতে পারবে- এই হচ্ছে মৌলিক শিক্ষার অংশ। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক জরিপে দেখা গেছে, বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে মৌলিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয় না। একদিকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত হচ্ছে ১ ঃ ৬৬। শিক্ষক স্বল্পতা, আনন্দের সঙ্গে পাঠদানে অপারগতা, বয়স অনুযায়ী মেধাশক্তির সামঞ্জস্য না রেখে তৈরী কঠিন পাঠ্যপুস্তকের চাপ, পারিবারিকভাবে লেখাপড়ায় সাহায্য না পাওয়া, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে শিশুদের মৌলিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য তৈরী হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা বিরাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে এবং তা লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ সাফল্য দেখাতে পারছে না- এ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাগুলো যদি সমাধান করা যায় তাহলে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষার মান বাড়বে এবং এই মানসম্পন্ন শিক্ষাই জাতির জন্য প্রয়োজন। শুধু কাগজে-কলমে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা পাসের হার বৃদ্ধিতে কোন উপকার হবে না। মাঝে মাঝে জরিপে দেখা যায়, প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র আছে বটে; কিন্তু থ্রী-ফোরের ছাত্র জাতীয় কবির নাম জানে না, নামতা শেখা নেই, ইংরেজী ও অংক শিক্ষায় মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের বিকল্প অন্য কিছুতেই নেই। সরকারী-বেসরকারী সকল প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মানোন্নয়নের বিষয়টি মনিটর করা প্রয়োজন। এজন্য দক্ষ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ থাকাও যুক্তিযুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষকদের সমস্যা, ছাত্রদের সমস্যা উভয়ের সমস্যাগুলোকেই অধিক মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রদের হৃদয়গ্রাহী বই, শিক্ষক ও পরিবেশ দেয়া হলে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।